প্রশ্ন 3 গান্ধিজির অহিংসার ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। গান্ধিজির অহিংসার ধারণা কি তুমি সমর্থন করো? 6+4

উত্তর

গান্ধিজির অহিংসার ধারণা

অতি প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত মানব সমাজের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মানুষের সঙ্গে মানুষের রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব, হিংসা, শাসন, শোষণ, অত্যাচার, যুদ্ধ, অশান্তি লেগেই আছে। মানুষের চিরন্তন জিজ্ঞাসা, মানব সমাজ কীভাবে এর থেকে চিরকালের জন্য নিষ্কৃতি পাবে? যুদ্ধের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠায় এই পাশ্চাত্য নীতি ব্যর্থ হয়েছে, ইতিহাস তার প্রমাণ। আগুনের দ্বারা যেমন আগুন নিবারণ করা যায় না, তেমনই হিংসার দ্বারা হিংসা, যুদ্ধের দ্বারা যুদ্ধ নিবারণ করা যায় না। যেমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বৃহত্তর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সৃষ্টি করেছিল। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব কল্যাণকারী মহাত্মা গান্ধি এমন এক অহিংসামন্ত্র আবিষ্কার করেছেন যার সাহায্যে সকল প্রকার হিংসা, সকল প্রকার যুদ্ধ, সকল প্রকার শাসন, শোষণ, অত্যাচার, সকল প্রকার সাম্রাজ্যবাদ চিরকালের জন্য দূরীভূত হবে। এর ফলে সমগ্র পৃথিবীতে সর্বোদয়ের মাধ্যমে স্বরাজ বা রামরাজ্য বা স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

গান্ধিজির অহিংসা ধারণার মূল বক্তব্য

অর্থ

আক্ষরিক অর্থে অহিংসা বলতে অপরের প্রতি হিংসা না করা, ক্ষতি না করাকে বোঝায়। কিন্তু এ হল অহিংসার নঞর্থক বা সংকীর্ণ অর্থ। কিন্তু ব্যাপক ও সদর্থক অর্থে অহিংসা হল অপরের কল্যাণ করা, প্রতিপক্ষকে ভালোবাসা এবং ভালোবেসে হৃদয় জয় করা, সকলের জন্য সক্রিয়ভাবে কল্যাণ করা।

সবলের অস্ত্র

অহিংসা দুর্বলের অস্ত্র নয়, সবলের অস্ত্র। ভীতু ব্যক্তিরা সাধারণত অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। কেবল সাহসী ব্যক্তিরাই জীবন উৎসর্গের ঝুঁকি নিয়ে, প্রেমের অস্ত্র নিয়ে, অহিংসার মন্ত্র নিয়ে প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হতে পারে।

সভ্য মানুষের হাতিয়ার

হিংসা অসভ্য, বর্বর মানুষের হাতিয়ার। অহিংসা সভ্য মানুষের হাতিয়ার। হিংসা হল পশুশক্তির প্রকাশ। অপরপক্ষে অহিংসা হল আধ্যাত্মিক শক্তির অভিব্যক্তি।

Scanned with CamScanner

ঈশ্বরের নির্দেশ

গান্ধিজির মতে মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্ট জৈবিক সত্তা ও আধ্যাত্মিক সত্তাবিশিষ্ট জীব। ঈশ্বর আত্মারূপে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আছেন। অহিংসা হল বিবেকের বাণী, ঈশ্বরের নির্দেশ। তাই প্রত্যেক আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন ধার্মিক মানুষের কাছে অহিংসার আদর্শ হল ঈশ্বরের নির্দেশ। এই নির্দেশ মান্য করা বাধ্যতামূলক।

অহিংস নীতির আবেদন

হিংসা প্রতিহিংসার জন্ম দেয়। তাই হিংসা দিয়ে হিংসা নিবৃত্তি করা যায় না, বরং বেড়ে যায়। কেবল অহিংসা দিয়ে এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পরিসমাপ্তি সম্ভব। অহিংস নীতির মাধ্যমে মানুষের বিবেকের কাছে আবেদন জানানো হয়, মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তার মধ্যে নিহিত বিবেককে জাগ্রত করা হয়। কোনো রকম চাপ সৃষ্টি করা হয় না। বিবেক জাগ্রত করে হিংসাকে দূরীভূত করে প্রেমের উত্থান ঘটানো হয়।

প্রেমের অভিব্যক্তি

অহিংসা হল আত্মোৎসর্গমূলক ভালোবাসার অভিব্যক্তি। এই কারণে বিবাদমান উভয়পক্ষের কাছে অহিংস নীতির অনুসরণ করা অভিপ্রেত। উভয়পক্ষই অহিংস নীতির অনুগামী হয়ে নৈতিক ও মানসিক উভয় দিক থেকে লাভবান হবে।

সার্বিক হিংসা বর্জন নয়

অহিংসা বলতে কখনোই কোনো ক্ষেত্রে আঘাত করা বা মৃত্যু ঘটানো বা অস্ত্র ধরা যাবে না—এমন কথা গান্ধিজি বলেন নি। নিজের জীবন রক্ষা, খাদ্য সংগ্রহের জন্য মৃত্যু ঘটানোর প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। যেমন, জীবন বাঁচানোর জন্য বিষধর সাপ মারা যেতে পারে, খাদ্যশস্য ধ্বংসকারী প্রাণীর মৃত্যু ঘটানো অহিংসা বিরোধী আচরণ নয়। নিজের জীবন ও মর্যাদা রক্ষার অধিকার ও কর্তব্য প্রত্যেক মানুষের আছে। কোনো দেশ ও জাতির ক্ষেত্রেও একথা সমভাবে সত্য। তাই সাম্রাজ্যবাদী বিদেশি আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণার অধিকার ও কর্তব্য প্রত্যেক দেশ ও জাতির আছে।

উগ্র পথ

স্বাধীনতা লাভের জন্য বা ইংরেজ শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের মাধ্যমে ইংরেজদের ওপর যে চাপ প্রয়োগ করা হয়েছিল তা হল অহিংসার উগ্র পথ।

সৌম্য পথ

সৌম্য অহিংস পথের অনুশাসন হল নিজেকে সংশোধন করা। মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অহিংস উপায়ে দুষ্টের অন্তঃশুদ্ধি করে তার শুভবুদ্ধি জাগ্রত করাই হল অহিংসার সৌম্য পথ।

সকল প্রকার হিংসা ও যুদ্ধজয়ের প্রক্রিয়া

অহিংস পথের আবেদন প্রতিপক্ষের বিবেকবুদ্ধির কাছে, মানবতার কাছে। অহিংস পথে প্রতিপক্ষের বিবেকবুদ্ধিকে জাগ্রত করা হয়। তার অন্তরকে কলুষমুক্ত করা হয়। ফলে প্রতিপক্ষের অন্তরে বৈরীভাব, শত্রুতারভাব অন্তর্হীত হলে উভয়পক্ষ প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এইভাবে সমাজে সার্বিক কল্যাণ লাভ সম্ভব, হিংসা, বিদ্বেষ, যুদ্ধ দূর করা সম্ভব।

Scanned with CamScanner

গান্ধিজির অহিংসার ধারণা সমর্থনযোগ্য কি না

গান্ধিজির অহিংসার ধারণা সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়।

[1] **গোষ্ঠী হিংসার ক্ষেত্রে অহিংসার মন্ত্র ব্যর্থ:** হিংসা কোনো ব্যক্তি করতে পারে, কোনো গোষ্ঠী করতে পারে, কোনো জাতি করতে পারে। অহিংস পথে চরিত্র সংশোধন কোনো বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে সম্ভব হতে পারে। যেমন অহিংস পথে কোনো বিশেষ জমিদারের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে কিছু পরিমাণ জমি ভূমিহীনদের দান করতে সম্মত করানো যায়। কিন্তু সকল জমিদারের অন্তরের পরিবর্তন ঘটিয়ে ওই কাজে সম্মত করানো যায় না। গান্ধিজি নিজে 1942 খ্রিস্টব্দে জিন্নাবাহীনির হিন্দুনিধন দাঙ্গা রোধ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। সুতরাং অহিংসার মন্ত্র গোষ্ঠীর ও জাতির ক্ষেত্রে ব্যর্থ।

[2] **যুদ্ধক্ষেত্রে অহিংসার মন্ত্র ব্যর্থ:** অহিংস পথে যুদ্ধের মতো বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়া যায় না। কেননা অহিংস পথে শত্রুপক্ষের প্রত্যেকের হৃদয়ের পরিবর্তনসাধন বাস্তবে সম্ভব হতে পারে না। যুগে যুগে বহু মহাপুরুষ যেমন বুদ্ধদেব, গান্ধিজি অহিংসার বাণী প্রচার করলেও পৃথিবীকে যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে মুক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তার প্রমাণ।

[3] **ভয়ংকর জঙ্গিগোষ্ঠীর কাছে অহিংসার মন্ত্র ব্যর্থ:** অহিংসার আবেদন মানুষের বিবেক-বুদ্ধির কাছে, মনুষ্যত্বের কাছে তবে নরপশুর কাছে নয়। প্রত্যেক সমাজে এমন কিছু নরপশু থাকে যারা নির্বিচারে নরহত্যা করে, বলাৎকার করে। এই সকল নরপশুর মনুষ্যত্ব নেই, তাই এদের কাছে অহিংসার মন্ত্র ব্যর্থ। এদের দমন বা ধ্বংস করার জন্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন।

[4] **অহিংসার মন্ত্র গ্রহণ আত্মহত্যার হাতিয়ার:** গান্ধিজি বলেছেন অহিংসা হল আত্মোৎসর্গমূলক ভালোবাসার অভিব্যক্তি। কিন্তু অহিংস পথে শত্রুর সম্মুখীন হলে মৃত্যু অনিবার্য। এ যেন বাঘের গলায় পুষ্পমালা পরানোর মতো মূর্খামি। অহিংসার মন্ত্রজপে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করা অপরিণামদর্শী মূর্খের মৃত্যু, সত্যাগ্রহীর আত্মত্যাগ নয়।

মূল্যায়ন: সুতরাং গান্ধিজির অহিংসা নীতির তত্ত্বগত মূল্য থাকলেও এর কোনো ব্যবহারিক মূল্য নেই।

Scanned with CamScanner